মাথাপিছু আয় কম হলেও সামাজিক সূচকে এগিয়ে

ভারতকে ছাপিয়ে গেছে বাংলাদেশ

শওকত হোসেন| আপডেট: ০২:১২, নভেম্বর ০৪, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

সামাজিক প্রায় সব সূচকে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। যদিও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখনো ৬০ শতাংশ কম। অথচ ১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রেই প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল।

ভারতের মানুষ দ্বিগুণের বেশি আয় করলেও স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর বাংলাদেশের মানুষ গড়ে তাদের তুলনায় তিন বছর বেশি বেঁচে থাকে। তবে ভারতের তুলনায় সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে মেয়েরা। ভারতের মেয়েদের তুলনায় বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষার হার ৬

শতাংশ পয়েন্ট বেশি, নারীপ্রতি জন্মহারও দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট কম।

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৫০ থেকে ৭০ ডলার। আর ভারতের ছিল ১১৬ ডলার। আর এখন ক্রয়ক্ষমতার সমতার (পিপিপি) ভিত্তিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এক হাজার ৮৮৩ ডলার এবং ভারতের আয় তিন হাজার ৮৭৬ ডলার। সুতরাং, আয়ের দিক থেকে বড় ব্যবধান থেকে গেলেও সামাজিক সূচকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গড় আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৩৯ বছর, একই সময়ে ভারতের ছিল ৫০ বছর। আর এখন বাংলাদেশের মানুষ গড়ে বেঁচে থাকে ৬৯ বছর, ভারতে ৬৬ বছর। ১৯৭১ সালে প্রতি এক হাজারে ১৫০টি শিশুর মৃত্যু হতো, আর ভারতে ১১৪ জন। আর এখন বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার ৩৭ জন, ভারতে ৪৪ জন। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ছিল হাজারে ২২৫ জন, ভারতে ১৬৬ জন। এখন বাংলাদেশে সেই সংখ্যা অনেক কমে হয়েছে ৪৬ জন, ভারতে ৬৫ জন।

বাংলাদেশের এই অগ্রগতির কারণ বর্ণনা করে ‘দেশ সহায়তা কৌশল অগ্রগতি’ নামের প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়ে বাংলাদেশের সচেতনতা ও উদ্যোগের কারণে তা সম্ভব হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি ছিল মাঠপর্যায়ের কর্মী ও সংগঠকেরা, যাঁদের অধিকাংশই নারী। আর তাঁদের সমাবেশ ঘটিয়েছে সরকার, ব্র্যাকের মতো বিশ্বের প্রধান বেসরকারি সংস্থা ও গ্রামীণ ব্যাংকের নেতৃত্বে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো।